# রোহিঙ্গা ক্যাম্পগুলোতে মিথ্যা রটনা

*সূত্র:* ২০১৯ সালের জুন থেকে আগস্ট মাসের মধ্যে ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৮, ৯, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩ ও ২৪ নং ক্যাম্পে ৩৬২টি শ্রোতা দল। অ্যাকশন এইড বাংলাদেশ, ব্র্যাক, কেয়ার, সেন্টার ফর সোশ্যাল ইন্টেগ্রিটি, ক্রিশ্চিয়ান এইড, ড্যানিশ রিফিউজি কাউন্সিল, ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ফর মাইগ্রেশন মেডিক্যাল টিমস ইন্টারন্যাশনাল, প্রিমিয়ার আর্জেন্স ইন্টারন্যাশনেল এবং টেকনিক্যাল অ্যাসিসটেন্স ইনকর্পোরেটেডের সংগৃহীত জনগোষ্ঠী মতামতের ডেটা। ২০১৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ২ নং ক্যাম্পে বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশনের আয়োজিত ফোকাস দল আলোচনা যাতে পুরুষ ও নারী (বয়স ১৮-২৫ এবং ২৬+) উভয়েই অংশ নিয়েছিলেন।

% মানুষ প্রায় সম্পূর্ণ ভুল তথ্যের ওপর ভিত্তি করে
বিভিন্ন বিষয়ে উদ্বেগ ব্যক্ত করেছেন

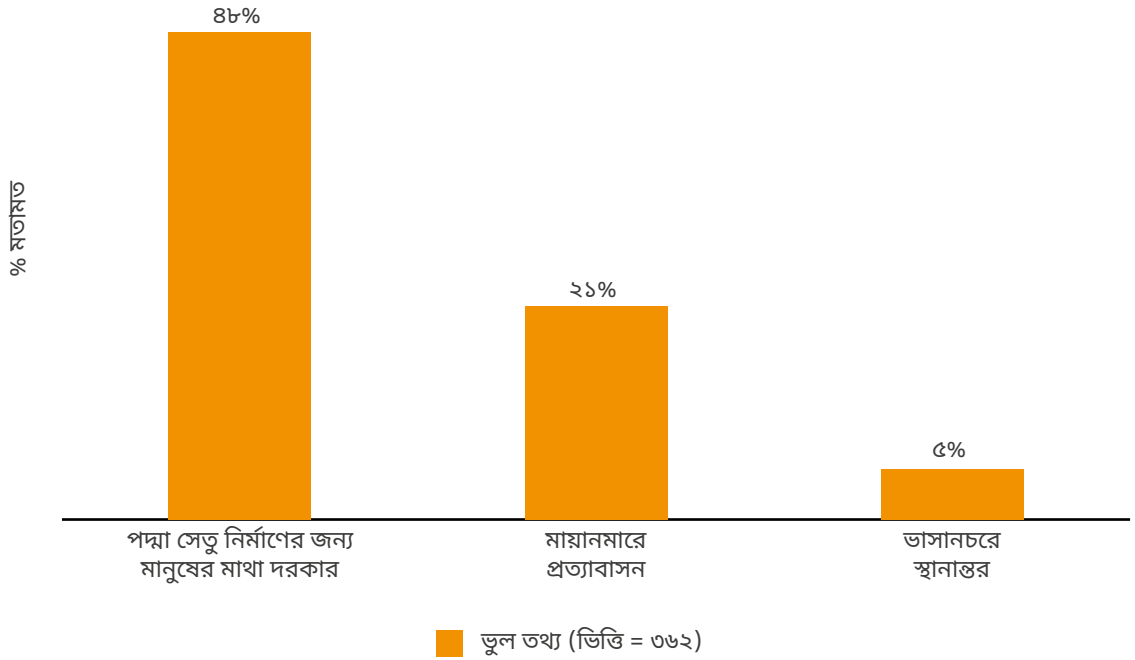


# যা জানা জরুরি

**রোহিঙ্গা সংকটে মানবিক সহায়তার ক্ষেত্রে পাওয়া মতামতের বুলেটিন**

ইস্যু ৩০ × বৃহস্পতিবার, ০৭ নভেম্বর ২০১৯

২০১৯ সালের জুন থেকে আগস্ট মাসের মধ্যে রোহিঙ্গারা বিভিন্ন ধরনের বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। সেগুলো থেকে এবং তার পাশাপাশি মানবিক সহায়তা কর্মীদের সাথে উদ্বেগগুলো নিয়ে আলোচনা করে এবং প্রকাশিত অন্যান্য লেখা পর্যালোচনা করে জানা গেছে যে জনগোষ্ঠীর কিছু উদ্বেগের মূলে রয়েছে ভুল তথ্য।

যে বিষয়গুলো নিয়ে সবচেয়ে বেশি মিথ্যা খবর ছড়াচ্ছে তার মধ্যে রয়েছে পদ্মা সেতু নির্মাণ করতে মানুষের মাথা লাগবে, মিয়ানমারে প্রত্যাবাসন এবং ভাসানচরে স্থানান্তরিত করা। মানুষ অন্যান্য ধরনের মিথ্যা রটনাও শুনতে পাচ্ছেন যেমন টিকা দিলে মানুষ ধর্মান্তরিত হয়ে যেতে পারে। *'যা জানা জরুরি'*র এই সংস্করণে এই বিষয়গুলো নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

## পদ্মা সেতু

শ্রোতা দলে অংশগ্রহণকারী রোহিঙ্গারা বলেছেন যে তারা শুনেছেন যে পদ্মা সেতু বানাতে মানুষের মাথা লাগবে। কিছু মানুষ মাথার সংখ্যাও জানিয়েছেন (এক হাজার)। তারা শুনতে পেয়েছেন যে এই কারণে মানুষদের হত্যা করা হচ্ছে ও শিশুদের অপহরণ করা হচ্ছে। তারা জানিয়েছেন যে তারা তাদের সন্তানদের হারানোর ভয় পাচ্ছেন কারণ তারা জানতে পেরেছেন যে স্থানীয় সম্প্রদায়ের কিছু নারী, শিশুদের ধরে নিয়ে যাওয়ার জন্য ক্যাম্পে এসেছেন। তারা বলেছেন যে, সেই কারণে তারা তাদের সন্তানদের স্কুলে পাঠাচ্ছেন না।

> “আমরা আমাদের শিশুদের বাড়ি থেকে বেশি দূরে যেতে বারণ করেছি... আমরা পুরুষদেরও রাতে বাড়ির বাইরে থাকতে মানা করছি।”
>
> – নারী, ৪০

## প্রত্যাবাসন

প্রত্যাবাসন সংক্রান্ত মিথ্যা রটনার মধ্যে রয়েছে কখন প্রত্যাবাসন করা হবে, কি পদ্ধতিতে করা হবে এবং মিয়ানমারে ফেরত পাঠানোর পরে রোহিঙ্গাদের কি অবস্থায় থাকতে হবে।

- সময়: শ্রোতাদলের কিছু অংশগ্রহণকারী শুনেছেন যে তাদের কয়েক মাসের মধ্যে ফেরত পাঠানো হবে, অন্যান্য কিছু মানুষ বলেছেন যে তাদের ২০২০ সালে প্রত্যাবাসন করানো হবে এবং বাকিরা বলেছেন দুই বছরের মধ্যে।
- পদ্ধতি: প্রত্যাবাসনের পদ্ধতি নিয়ে মানুষ আলোচনা করছেন। কিছু মানুষ শুনেছেন যে তাদের জোর করে প্রত্যাবাসন করানো হবে এবং যেতে না চাইলে তারা বাংলাদেশে যে সহায়তা পাচ্ছেন তা বন্ধ করে দেয়া হবে। ফোকাস দলের কিছু অংশগ্রহণকারী জানিয়েছেন যে তারা জানতে পেরেছেন যে ক্যাম্পে যারা সবচেয়ে আগে নিবন্ধন করেছেন তাদের সবার আগে ফেরত পাঠানো হবে। অন্যান্যরা শুনেছেন যে যারা সবচেয়ে পরে এসেছেন তাদের সবার আগে ফেরত পাঠানো হবে।

> “আমরা শুনেছি যে আমরা মিয়ানমারে ফেরত না গেলে সব সহায়তা বন্ধ করে দেয়া হবে... স্থানীয় সম্প্রদায়ের একজন শিক্ষক আমাদের এটা বলেছেন।”
>
> – পুরুষ, ৩৫

- প্রত্যাবাসনের পরের অবস্থা: মানুষ শুনেছেন যে তাদের যদি প্রত্যাবাসন করানো হয় তাহলে তাদের দাবিদাওয়া পূরণ করা হবে না এবং তাদের মৌলিক অধিকারগুলোও নিশ্চিত করা হবে না। তারা শুনেছেন যে তাদের বাংলাদেশের ক্যাম্পের মতোই ক্যাম্পে রাখা হবে। একজন অংশগ্রহণকারী জানিয়েছেন যে তারা একজন আত্মীয়ের মোবাইল ফোনে সেই ক্যাম্পগুলোর ছবি দেখেছেন। এছাড়াও মানুষ শুনেছেন যে মিয়ানমারে তাদের কাজ করতে দেয়া হবে না, এমনকি তারা সেখানে পৌঁছনোর পরে তাদের মেরে ফেলা হবে।

> “আমরা মিয়ানমারে যেতে চাই না কারণ সেখানে আমাদের কিছু করতে দেয়া হবে না আর তারা (সেনাবাহিনী) আমাদের মেরে ফেলবে।”
>
> – নারী, ২৬

## স্থানান্তর

শ্রোতা দলের অংশগ্রহণকারীরা শুনেছেন যে বাংলাদেশ সরকার কক্সবাজার থেকে দূরে একটা দ্বীপে বাড়িঘর তৈরি করেছে, এবং মূল ভূখণ্ড থেকে সেখানে নৌকো করে যেতে ৩ ঘণ্টা সময় লাগে। এছাড়াও তারা শুনেছেন যে সেখানে কোনও কাজ নেই, বেশিরভাগ সময় পানি জমে থাকে আর যেকোনো সময় সেটা ডুবে যেতে পারে।

স্থানান্তর নিয়ে অন্যান্য গুজবের মধ্যে রয়েছে দ্বীপটা মিয়ানমার থেকে অনেক দূরে এবং যারা সেই দ্বীপে যাবে তারা আর মিয়ানমারে ফেরত যেতে পারবে না। এছাড়াও মানুষ জানতে পেরেছেন যে দ্বীপে বসবাস করা বিপজ্জনক কারণ সেখানে প্রেতাত্মা আর হিংস্র পশুরা বাস করে।

বেশিরভাগ মানুষ বলেছেন যে কাদের সেখানে পাঠানো হবে আর কিভাবে তারা সেখানে পৌঁছাবেন তা তারা জানেন না। কিন্তু কিছু নারী অংশগ্রহণকারী জানিয়েছেন যে তারা শুনেছে, যারা দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশে আছেন এবং যাদের কাছে যৌথ নিবন্ধনের কার্ড রয়েছে, তাদেরই সবার আগে সেই দ্বীপে পাঠানো হবে।

> “যারা দীর্ঘ দিন আগে ক্যাম্পে এসেছে আর যাদের আইডি কার্ড রয়েছে (নিবন্ধিত) তাদের ভাসানচরে পাঠানো হবে।”
>
> – নারী, ২৬

## টিকা

ক্যাম্পে আসার পর থেকে রোহিঙ্গা শিশু, পুরুষ ও নারীদের বেশ কয়েকবার টিকা দেয়া হয়েছে। ফোকাস দলে অংশগ্রহণকারীরা মনে করেন যে শিশুদের কলেরা ও টিটেনাস রোগের টিকা দেয়া হয়েছে। তারা আরও বলেছেন যে নারী ও শিশুদের প্রসবের পরে টিকা দেয়া হয়েছে এবং পুরুষ ও বয়স্ক মানুষদেরও টিকা দেয়া হয়েছে কিন্তু তারা ঠিক নিশ্চিত নন যে সেগুলো কোন রোগের টিকা।

মানুষ জানিয়েছেন যে প্রথম প্রথম তারা টিকা নিতে ভয় পেতেন কারণ তাদের বিশ্বাস ছিল যে তারা টিকা নিলে তাদের হাতে ক্রুশচিহ্নের আবির্ভাব ঘটবে আর তারা খ্রিষ্টান হয়ে যাবেন।

> “টিকা নেয়ার পরে হাতে ক্রুশ চিহ্ন ফুটে ওঠে আর এই উল্কির কারণে মানুষ খ্রিষ্টান হয়ে যায়।”
>
> – নারী, ২৬

কিছু মানুষ বলেছেন যে তাদের যখন খাওয়ার ওষুধ দেয়া হয়েছিল তখন তারা আরও বেশি ভয় পেয়েছিলেন। তারা ওষুধের নাম বা কেন সেটা দেয়া হয়েছিল বলতে পারেননি। তারা জানিয়েছেন যে স্বেচ্ছাসেবীদের নির্দেশমতো যখন তারা সেই ওষুধ পানিতে মিশিয়েছিলেন, তখন পানিতে একটা জন্তুর অবয়ব দেখতে পেয়েছিলেন। এছাড়াও তাদের বিশ্বাস ছিল যে সেই ওষুধ খেলে তারা খ্রিষ্টান হয়ে যাবেন। মানুষ জানিয়েছেন যে স্বেচ্ছাসেবীরা তাদের বলেছে যে টিকা বা ওষুধের কারণে কেউ খ্রিষ্টান হয়ে যাবে না, কিন্তু তবুও জনগোষ্ঠীর কিছু পুরুষ ও নারী সদস্যের ধারণা ছিল যে তারা খ্রিষ্টান হয়ে যাবেন। কিছু পুরুষ অংশগ্রহণকারী বলেছেন যে তারা শুনেছেন যে মানুষ মারা গেলে লোকে এসে তাদের দেহ দেখে আর হাতে ক্রুশ চিহ্ন থাকলে সে খ্রিষ্টান বলে দাবী করে।

কয়েকজন পুরুষ অংশগ্রহণকারী বলেছেন যে তাদের শিশুরা টিকা দেয়ার পরে দুর্বল হয়ে পড়েছে এবং তারা শুনেছেন যে টিকার কারণে কয়েকজন শিশু মারাও গেছে।

> “টিকা দেয়ার পরে আমার ছেলে দুর্বল হয়ে পড়েছিল আর শুনেছি যে একজন শিশু মারাও গেছে।”
>
> – পুরুষ, ৫৬

## যে সব সূত্র থেকে ভুল তথ্য ছড়াচ্ছে

এফ.জি.ডি-তে অংশগ্রহণকারীদের থেকে জানা গেছে যে ক্যাম্পে বসবাসকারী রোহিঙ্গা, মিয়ানমারে বসবাসকারী রোহিঙ্গা এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মানুষেরা ভুয়া খবর ছড়াচ্ছেন। মোবাইল ফোন এবং ফেসবুক ও ইউটিউবে শেয়ার করা ভিডিও ক্লিপের মতো বিভিন্ন সূত্রের মাধ্যমে ভুল তথ্য ছড়ানো হচ্ছে।

কিছু রোহিঙ্গা জানিয়েছেন যে তারা কোনও তথ্য জানতে পারলে সাধারণত এনজিও কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবকদের কাছ থেকে সেটা যাচাই করে নেন। কিন্তু অন্যান্যরা বলেছেন যে তারা কারো কাছে কোনও খবর যাচাই করেননি কারণ তাদের সাথে তেমন কিছু ঘটেনি আর কিছু ঘটলে তারা সি.আই.সি-কে জানাবেন।

রোহিঙ্গা ফোকাস দলের অংশগ্রহণকারীরা পরামর্শ দিয়েছেন যে এনজিও-রা শরণার্থীদের যা কিছু বলেন সে ব্যাপারে পর্যাপ্ত প্রমাণ উপস্থাপন করলে মানুষ তাদের আরও বেশি বিশ্বাস করবে। তারা এটাও বলেছেন যে, মাঝিদের মাধ্যমে তথ্য প্রদান করলে তা সাহায্য করতে পারে।

বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন, ইন্টারনিউজ এবং ট্রান্সলেটর্স উইদাউট বর্ডার্স মিলিতভাবে রোহিঙ্গা সংকটে ক্ষতিগ্রস্ত জনসাধারণের কাছ থেকে মতামত সংগ্রহ করা এবং সেগুলি সংকলিত করার কাজ করছে। এই সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদনটির উদ্দেশ্য হল বিভিন্ন বিভাগগুলিকে রোহিঙ্গা এবং আশ্রয়দাতা (বাংলাদেশী) সম্প্রদায়ের থেকে পাওয়া বিভিন্ন মতামতের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া, যাতে তারা জনগোষ্ঠীগুলির চাহিদা এবং পছন্দ-অপছন্দের বিষয়টি বিবেচনা করে ত্রাণের কাজ আরও ভালোভাবে পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন করতে পারে।

এই কাজটি আই.ও.এম, জাতিসংঘ অভিবাসন সংস্থার সহযোগিতায় করা হচ্ছে এবং এটির জন্য অর্থ সরবরাহ করেছে ই.ইউ হিউম্যানিটেরিয়ান এইড এবং ইউকে ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট।

'*যা জানা জরুরি*' সম্পর্কে আপনার যেকোনো মন্তব্য, প্রশ্ন অথবা মতামত, info@cxbfeedback.org ঠিকানায় ইমেইল করে জানাতে পারেন।

*এখানে প্রকাশিত বক্তব্যকে কোনোভাবেই ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের আনুষ্ঠানিক বক্তব্য হিসেবে, বা যুক্তরাজ্যের সরকারের সরকারি নীতি হিসেবে গণ্য করা উচিৎ নয়।*